Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VIII, Issue-IV, July 2020, Page No. 34-42
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

প্রাচ্য রসতত্ত্ব বিষয়ক বাঙালি বৈষ্ণব আলংকারিকগণের সারস্বত সাধনা

নীলকমল বাগুই
গবেষক, আসাম, বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর, আসাম

Abstract

*The title of our research paper is 'The pursuit of the Bengali Vaishnava Rhetoricians in the field of Oriental Rasa Theory.' The prime focus of the research work is to analysis the influence of Indian rhetorical study (Rasatattba) in Bengali literature, how far this study becomes helpful to discern the literature deeply, how it has been diversified Indian as well as Bengali culture and especially to uphold the contribution of the Bengali Rhetoricians(Rasatāttbik) in this regard.. Indian aesthetics is scientific as well as bright creation of oriental scholar, the only way of which is Rasa niṣpatti and aesthetics is the main theme of oriental Rasa niṣpatti. Acharjya Bharata Muni has given a formula of Rasa niṣpatti in the sixth chapter of his book '**Nāṭyaśāstram**' in this way----* ***'Bibhābānubhābabyabhicārīsanyōgādrasaniṣpattiḥ'*** *(6/34, 'Nāṭyaśāstram') means, Rasa niṣpatti is the fusion of 'Bibhābaḥ' , 'Anubhāba' and 'Byabhicārī'. From Acharjya Bharata Muni to Anandabardhan Abhinabagupta, Biswanath Kabiraj, Panditraj Jagannath have given their valuable opinion regarding Rasa theory. According to rhetoricians (Rasabadi) each of these branches beings the cause of formulation of Rasa and Rasa is their ultimate way. Rasatattva is explained by so many Bengali rhetoricians in various languages such as Sanskrit, English and Bengali also. We create an analytical study about the various creative aspects of Bengali Rhetoric and weakness of the Bengali Vaishnava Rhetoricians in their works.*

***Keywords:* Scientific, Oriental, Aesthetics, Vaishnava Rasa Theory, Rasa niṣpatti, Bengali Rhetoricians.**

কাব্যের রসাস্বাদন হেতু সহৃদয় পাঠক আপ্লুত হয়ে পড়ে। সহৃদয় পাঠক অবশ্যই রসানুসন্ধানী। কাব্য পাঠে সহৃদয় পাঠক রসাস্বাদনে ব্যর্থ হলে অনুৎসাহ বোধ করে। পাঠকের সংবেদি হৃদয়ে ধ্বনি মাধুর্য সঞ্চারিত হলে শিহরিত হয়; তখন 'কানের ভিতর দিয়া' মরমে প্রবেশ করে 'আকুল করিল মোর প্রাণ' অবস্থা প্রাপ্ত হলে রসাস্বাদন সম্ভবপর হয়। এই রসাস্বাদন তথা রসনিস্পত্তি হল ভারতীয় রসতত্ত্ব বা কাব্যতত্ত্বের আলোচনার কেন্দ্রিয় বিষয়। ভারতীয় নন্দনতত্ত্ব ভারতীয় মনীষীদের মহান সৃষ্টি। নাট্যাচার্য ভরতমুনি থেকে সপ্তাদশ শতাব্দীর পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ পর্যন্ত প্রায় দেড় হাজার বছরব্যাপী ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব সমৃদ্ধ হয়েছে ভামহ, রুদ্রট, দণ্ডী, বামন, ভট্টলোল্লট, ভট্টশঙ্কুক, ভট্টনায়ক, আনন্দবর্ধন, অভিনবগুপ্ত প্রমুখ আলংকারিকদের

বিচার-বিশ্লেষণ, তর্ক-বিতর্ক এবং জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে। প্রাচীন কাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত বহু টীকাকার ও ব্যাখ্যাকারের নিরলস সাধনায় এই কাব্যতত্ত্ব যেমন ব্যাপ্তি লাভ করেছে; তেমনই এসেছে সূক্ষতা এবং গভীরতা। ভারতীয় সাহিত্যকে সম্যক উপলব্ধির জন্য সাহিত্য রসিকের প্রয়োজন ভারতীয় নন্দনতত্ত্ব এবং তার বিচার-বিশ্লেষণ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা। আমরা জানি যে ভারতীয় নন্দনতত্ত্বের ধারা সুপ্রাচীন এবং চিরপ্রবাহমান। ভারতীয় অলংকারশাস্ত্র সম্পর্কে প্রাচ্য রসতাত্ত্বিকেরা যেমন গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা করেছেন; তেমনি বাঙালি পণ্ডিতগণেরাও বিশেষ পিছিয়ে নেই। সংস্কৃত ভাষাতেই বাঙালির হাতে প্রথম প্রাচ্য রসতত্ত্ব তথা বৈষ্ণব রসতত্ত্ব আলোচনার সূচনা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে বাংলা ভাষাতে অনেকেই রসতত্ত্বের আলোচনা করেছেন।

বাঙালি বৈষ্ণব রসতাত্ত্বিকের হাতে রসতত্ত্ব আলোচনার প্রতিষ্ঠাপর্বটিকে আমরা একটি ছকের মাধ্যমে দেখতে পারি---

বাঙালি রসতাত্ত্বিক	**গ্রন্থনাম**	**ভাষা মাধ্যম**
রূপ গোস্বামী	‘ভক্তিরসামৃতসিন্ধু’ ‘উজ্জ্বলনীলমণি’	সংস্কৃত
কবি কর্ণপূর (পরমানন্দ সেন)	‘অলঙ্কারকৌস্তুভ’	সংস্কৃত
জীব গোস্বামী	‘ষটসন্দর্ভ’	সংস্কৃত
মধুসূদন সরস্বতী	‘ভক্তিরসায়ন’	সংস্কৃত

বাঙালি বৈষ্ণব আলংকারিকগণের সৃষ্ট অলংকারশাস্ত্রীয় গ্রন্থগুলিতে যে রসতত্ত্বের আনুপূর্বিক পর্যালোচনার ধারা প্রবাহমান তা বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের অবকাশ রয়েছে।

‘ভক্তিরসামৃতসিন্ধু’

‘ভক্তিরসামৃতসিন্ধু’ গ্রন্থে ভক্তিকে রসের অমৃতসম সিন্ধু হিসেবে স্থাপন করে রূপ গোস্বামী গ্রন্থটিকে যথাক্রমে পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর চারটি বিভাগে বিভক্ত করে প্রতিটি বিভাগে যথাক্রমে চারটি, পাঁচটি, পাঁচটি ও নয়টি লহরীতে বিন্যস্ত করেছেন। এই মহাগ্রন্থটি যেন ভক্তিরাজ্যে প্রবেশক। গ্রন্থটির পূর্ববিভাগে সামান্য বা সাধারণ ভক্তি, সাধন ভক্তি, ভাব ও প্রেম ভক্তির সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে। ভক্তি রসের বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যাভিচারী ও স্থায়িভাব আলোচিত হয়েছে গ্রন্থটির দক্ষিণ বিভাগে। পশ্চিম বিভাগে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর রসের বর্ণনা করে ভক্তিরসকে মুখ্য হিসেবে নির্ণয় করেছেন। গ্রন্থটির শেষ বা উত্তর বিভাগে হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস, মৈত্রবৈর ও রসাভাস আলোচনা করা হয়েছে। রূপ গোস্বামীর এই বিশ্লেষণ মনোবিজ্ঞানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। পুষ্পিকা থেকে জানা যায় যে, ‘ভক্তিরসামৃতসিন্ধু’ ১৪৬৩ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৪১ খ্রিস্টাব্দে রচিত।

গ্রন্থটিতে রূপ গোস্বামী ভক্তি রসের বিবিধ বিভাগ, উপ-বিভাগ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি উত্তম ভক্তি সম্পর্কে বলেছেন কোন উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনসাধন ছাড়া এবং জ্ঞানকর্ম ও যোগের দ্বারা আচ্ছন্ন নয় এমন অনুকুলতাযুক্ত শ্রী কৃষ্ণের অনুশীলন করাই হল উত্তম ভক্তি[১]। শুদ্ধাভক্তিকে তিনি যথাক্রমে সাধন ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি এই তিনস্তরে বিভক্ত করেছেন। সাধন ভক্তি জন্মালে সমস্ত ক্লেশ দূর হয় এবং

শুভশক্তির উৎপত্তি হয়। ভাবভক্তির উদ্ভবে মোক্ষকেও তুচ্ছ মনে হয়। এছাড়া প্রেমভক্তির উদয় হলে শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তের কাছে টেনে আনে। সাধন ভক্তিকে আবার তিনি বৈধ ও রাগানুগা এই দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন[২]। রূপ গোস্বামীর মতে গুরুপদকে আশ্রয় করে সাধন ভক্তির ৬৪-টি অঙ্গ আছে; তার মধ্যে সাধু সঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবত শ্রবণ, মথুরাবাস এবং শ্রদ্ধায় বিগ্রহসেবা অঙ্গগুলি প্রধান। সাধনভক্তিলাভের মুখ্য উপায়গুলি হল শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন। সাধনায় অভিনিবেশ করলে কৃষ্ণের কৃপায় ও ভক্তের প্রসাদে ভাবভক্তির উদয় হয়। ক্ষান্তি, অব্যর্থ কালত্ব, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগানে সদারুচি, কৃষ্ণগুণবর্ণনে আসক্তি ও কৃষ্ণতীর্থে প্রীতি প্রভৃতিগুলিকে ভাবউদয়ের লক্ষন বলেছেন রূপ গোস্বামী।

রূপ গোস্বামী প্রেম সম্পর্কে বলেছেন, যে ভাবভক্তি চিত্তে স্নিগ্ধতা নিয়ে আসে, পরম আনন্দের উৎকর্ষপ্রাপ্তি করায় এবং কৃষ্ণের প্রতি অতিশয় মমতা প্রদান করে সেই ভাবভক্তিকে প্রেম বলে। কিভাবে ক্রমে ক্রমে প্রেমের উদ্ভব হয় তা তিনি দেখিয়েছেন। প্রথমে সাধু সঙ্গে শাস্ত্রশ্রবণের দ্বারা শ্রদ্ধা জন্মায়, পরে ভজনরীতি শিক্ষার জন্য সাধুসঙ্গ হলে ভজনক্রিয়া সম্পন্ন হয়; অতপর অপ্রারব্ধ ও প্রারব্ধ পাপের বিনাশ হয়। তারপর সবসময় অন্যচেতা হয়ে ভজন করতে থাকলে নিষ্ঠার জন্ম হয়; তখন রুচি ও আসক্তি, ভাব ও প্রেম ক্রমান্বয়ে উদিত হয়। অন্য বিষয়ের থেকে ভগবৎ বিষয়ে রুচি অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। আসক্তির উদ্ভব হলে সাধক ভগবানের মাধুর্য আস্বাদন করতে পারে। তখন ভক্ত সকল সময়ে হরিকথা শ্রবণ, কীর্তন এবং স্মরণ করেন।

যা আস্বাদনীয় তাকেই রস বলে। বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাবের সমন্বয়ে রস উৎপন্ন হয়। স্থায়ীভাবের আধার বা আশ্রয় হল আলম্বন বিভাব। চিত্তের স্থায়ীভাব উদ্দীপনবিভাবে উদ্দীপিত হয়। অনুভাবে ঐ ভাব দেহের বাহিরে ক্রিয়ারূপে প্রকাশ পায়। সঞ্চারিভাবে বিভাবিত অনুভাবিত দ্বারা ক্রমোৎকর্ষ প্রাপ্ত রতিকে সঞ্চারিত বা তরঙ্গায়িত করে ভক্তিরসে পরিণত করে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটি ভাগ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

যাতে সুখ, দুঃখ, দ্বেষ, মাৎসর্য নেই এবং সমস্ত জীবের প্রতি সমান ভাব বিদ্যমান থাকে তাই শান্তরস। শান্তভক্তিরস আস্বাদন করেন শম-প্রধান তাপসগণ, ইনারা ভগবানকে সমস্ত কিছুর আশ্রয়-স্বরূপ জানেন[৩]। কিন্তু ভগবানকে প্রভু, সখা, পুত্র, পতি প্রভৃতি সম্বন্ধে নিজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে অনুভব করতে পারেন না। এনাদের সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবৎস্ফূর্তিময় সুখ দীর্ঘস্থায়ী না হলেও বেশ ঘন এবং মহান। ইনাদের অনুভাব নাসাগ্রে দৃষ্টিনিক্ষেপ, অবধুতের ন্যায় চেষ্টা, হরি বিদ্বেষীর প্রতি দ্বেষহীনতা, জীবমুক্তির প্রতি বহু আদর, নিরপেক্ষতা, নিরহংকারিতা ইত্যাদি।

দাস্যভক্তি রসের বিষয় হরি এবং এই রসের আশ্রয় ও অবলম্বন হলেন দাসগণ। ইনারা মনে করেন যে, ইনাদের প্রভু নিখিলগুনে গরীয়ান এবং তুলনাহীন। ব্রম্ভা, শিব, ইন্দ্র প্রভৃতি হচ্ছেন অধিকৃতদাস, আর এই তিন প্রকারের দাসদের নাম আশ্রিত (উদ্ধবাদি পরিষদ এবং ব্রজ ও দ্বারকার অনুগ ভৃত্যগণ হলেন আশ্রিত)। অধিকৃত ও আশ্রিত দাসে প্রেম জন্মে। পার্ষদগণে স্নেহ জন্ম হয়। চিত্তদ্রবকারী নিবিড় প্রেমকেই স্নেহ বলে। এই অবস্থায় ক্ষণিকের বিয়োগও সহ্য হয় না। উদ্ধবাদি অনুগদের রাগ জন্মে। যে বস্তু দুঃখজনক কিন্তু কৃষ্ণের অতি অল্প সম্বন্ধ থাকার জন্যই সুখকর হয় এবং যাতে প্রাণ দিয়েও কৃষ্ণের আনুকুল্য করতে প্রবৃত্ত হতে পারা যায় তাই রাগ। দাস্যভক্তির উদ্দীপন হল অনুগ্রহ, চরণধূলি ও মহাপ্রসাদ প্রাপ্তিতে।

পরস্পর প্রায় সমান সখাদ্বয়ের মধ্যে সম্ভ্রমবিযুক্ত প্রগাঢ় বিশ্বাসময় যে রতি তাকে সখ্য বলে। এই সখ্য রতি বৃদ্ধি পেয়ে ক্রমে প্রণয়, প্রেম ও রাগে পরিণত হয়। সখাগণকে রূপ গোস্বামী দুইভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা—অর্জুন, ভীম, দ্রৌপদী, শ্রীদামবিপ্র প্রভৃতি পুরাশ্রিত সখা, আর শ্রীদাম, সুবলাদি গকুলাশ্রিত সখা। শেষোক্তগণ আবার সুহৃৎ, সখা, প্রিয়সখা ও প্রিয়নর্মসখা ভেদে চার প্রকার। সুহৃদেরা বয়সে কিছুটা বড় এবং তারা বাৎসল্যগন্ধযুক্ত সখ্যভাব অনুভব করে। যারা বয়সে কিছুটা ছোট এবং যারা দাস্যগন্ধী সখ্যকামী তারাই সখা। আর যারা সমান বয়স্ক এবং কেবল সখ্যরসাশ্রয়ী তারা প্রিয়সখা। প্রিয়নর্মসখারা প্রেমলীলায় সাহায্য করে থাকে।

বাৎসল্যভক্তিরসে ভক্তগণ নিজেদের গুরু এবং কৃষ্ণকে লালনযোগ্য পুত্রসম বলে মনে করে। অঙ্গমার্জন, আশীর্বাদ, আজ্ঞাকরা, উপদেশ দান এবং প্রতিপালন করা প্রভৃতি বাৎসল্য রসের অনুভাব। অনুকম্পা পাবার যোগ্য জনের প্রতি অনুকম্পাকারীর যে সম্ভ্রমাদিশুন্য রতি তাকেই বাৎসল্য নামক স্থায়ীভাব বলে।

ভক্তরুপ আধারে কৃষ্ণ বিষয়ে যে রতি তাই আস্বাদনীয়তাপ্রাপ্ত হয়। প্রিয়তার অপরনাম মধুরা রতি। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে মধুর রস অত্যন্ত সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে এর বিস্তৃত বর্ণনা আছে। মধুর ভক্তিরস বিপ্রলম্ভ এবং সম্ভোগ ভেদে দুই প্রকার। পূর্বরাগ, মান, প্রবাস প্রভৃতি ভেদে বিপ্রলম্ভ অনেক রকমের হয়।

'উজ্জ্বলনীলমণি'

'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থটিতে কোন নির্দিষ্ট রচনাকাল প্রদত্ত হয়নি। এই গ্রন্থে 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র (১৫৪১ খ্রিস্টাব্দ) উল্লেখ পাওয়া যায়; আবার ১৫৫৪ খ্রিস্টাব্দে সনাতন রচিত 'বৃহদ্-বৈষ্ণবতোষণী' গ্রন্থে 'উজ্জ্বলনীলমণি'র উল্লেখ আছে। সুতরাং 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থটি ১৫৪১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৫৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে রচিত হয়ে থাকবে বলেই মনে হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে উজ্জ্বল, মধুর বা শৃঙ্গার ভক্তিরসের প্রাধান্য। রূপ গোস্বামী সাধারণভাবে 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের অর্থ আলোচনা করে উজ্জ্বলনীলমণিতে কেবলমাত্র মধুর রসের কথাই বিচার করেছেন। 'উজ্জ্বল নীলমনি' গ্রন্থে মধুর রসের বিশ্লেষণ রীতি ও সিদ্ধান্ত গৌরব এই মহাগ্রন্থটিকে সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্য ও দর্শনের ভিত্তিভূমিতে পরিণত করেছে। মধুর রতির বিশ্লেষণে রূপ গোস্বামী মৌলিক প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। প্রেমের এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার ও আলোচনা অন্য কোথাও খুবই কম দেখা যায়। এই গ্রন্থ বুদ্ধিবৃত্তির চমৎকারিত্ব দেখাবার জন্য নয়, বরং এই গ্রন্থে প্রেমভক্তিমার্গের পথ প্রদর্শন আছে।

উজ্জ্বল রসের নায়ক সাধারণ ব্যক্তি হতেই পারে না, এমনকি পরশুরাম, নৃসিংহ প্রভৃতি অবতারও নায়ক হতে পারে না। কৃষ্ণই একমাত্র নায়ক এবং বিষয়াবলম্বন; আর কৃষ্ণপ্রেয়সীরা আশ্রয় আলম্বন। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে নায়ককে ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরশান্ত ও ধীরোদ্ধত এই চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে[৪]। কিন্তু 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে নায়কের ৯৬ প্রকার বিভেদ বর্ণিত হয়েছে। ঐ চার প্রকার নায়ক প্রত্যেকে আবার ব্রজে পূর্ণতম, মথুরায় পূর্ণতর, দ্বারকায় পূর্ণ। মোট ১২ প্রকার নায়ক আবার প্রত্যেকে পতি ও উপপতিভেদে মোট ২৪ প্রকার। এই ২৪ প্রকারের মধ্যে প্রত্যেকে আবার অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ ও ধৃষ্ট হতে পারে বলে সর্বমোট ৯৬ প্রকার নায়ক[৫]। নায়কের সহায় হল ভৃত্য, বিট, বিদূষক, সহচর ও প্রিয়নর্মসখা। নায়ক-নায়িকারা নিজেরাই নিজেদের দূতীর ভুমিকাই অবতীর্ণ করতে পারে অথবা তারা কোন সখা বা সখিকে ঐ কাজে নিযুক্ত করতে পারে।

হরিবল্লভা প্রকরণে নায়িকাগণকে স্বকীয়া ও পরকীয়া ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। দ্বারকার ১৬১০৮-টি মহিষী স্বকীয়া। যারা নায়কের সঙ্গে বিবাহিত না হয়েও আসক্তিবসে আত্মসমর্পণ করে, তাদের পরকীয়া বলে। এরা কুমারীও হতে পারে, আবার অপরের বিবাহিতাও হতে পারে। রূপ গোস্বামীর মতে, বয়স্ক ব্রজদেবীরা শোভা, সদ্গুণ ও বৈভবে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সাক্ষাৎ দেবী লক্ষ্মীর থেকেও মহাপ্রেম মাধুর্যভাবে বিভূষিতা। পরকীয়া দেবীরা আবার সাধনসিদ্ধা, নিত্যসিদ্ধা ও দেবী ভেদে তিন প্রকারের। যূথবিশেষের অন্তর্ভুক্তা এবং অযৌথিকাভেদে সাধনসিদ্ধারা দুই প্রকারের। পদ্মপুরাণে কথিত আছে যে, রামচন্দ্রের সৌন্দর্য দেখে দণ্ডকারণ্যের মুনিরা নিজেদের স্ত্রীভেবে রামচন্দ্রের সেবা করতে আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন তারাই সাধনসিদ্ধা গোপীরূপে ব্রজে জন্মগ্রহণ করেছেন। কোন কোন ভাগ্যবতী দেবপত্নীও গোপীরূপে জন্মগ্রহণ করে। হরিবল্লভাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা হচ্ছে নিত্যসিদ্ধারা; তাদের মধ্যে আবার রাধা ও চন্দ্রাবলী মুখ্যা।

শ্রীরাধা মহাভাব স্বরূপা, হ্লাদিনী শক্তির সার। শ্রীরাধার নামের ঐতিহ্য বর্ণনা করতে গিয়ে রূপ গোস্বামী গোপালোত্তরতাপনী, ঋকপরিশিষ্ট ও পদ্মপুরাণের উল্লেখ করেছেন। গোপালোত্তরতাপনীতে অবশ্য রাধার নাম উল্লেখ নেই, গন্ধর্বার নাম আছে। কিন্তু রূপ গোস্বামী এই গ্রন্থে উভয়কেই একার্থক ধরেছেন। রাধার প্রধান গুণসমূহের মধ্যে রূপ গোস্বামী ২৫-টি গুণের কথা উল্লেখ করেছেন—

১) মধুরা, ২) নববয়স্কা, ৩) চঞ্চল কটাক্ষবিশিষ্টা, ৪) উজ্জ্বল মৃদুমধুরহাস্যকারিণী, ৫) সৌভাগ্যসূচক রেখাযুক্তা, ৬) গন্ধে মাধবের উন্মাদনাবিধায়িনী, ৭) সঙ্গীত নিপুণা, ৮) রম্যবাক, ৯) নর্মপণ্ডিতা, ১০) বিনীতা, ১১) করুণাপুর্ণা, ১২) বিদগ্ধা, ১৩) চাতুরীযুক্তা, ১৪) লজ্জাশীলা, ১৫) সুমর্যাদা, ১৬) ধৈর্যশালিনী, ১৭) গাম্ভীর্যশালিনী, ১৮) সুবিলাসা, ১৯) মহাভাবের অতিশয় প্রাকট্যে পরমব্যাগ্রা, ২০) গোকুলপ্রেমবসতি, ২১) ব্রম্ভান্ডসমুহে তাঁহার যশ ব্যাপৃত হয়, ২২) তিনি গুরুজনের নিকট মহাস্নেহ পান, ২৩) সখীদের প্রণয়ের বশীভূতা, ২৪) কৃষ্ণের প্রেয়সীদের মধ্যে প্রধানা, এবং ২৫) মাধবের নিত্য অধীনা। নায়িকাভেদ প্রকরণে প্রাচীন রীতি অনুসারে রূপ গোস্বামী মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগলভা ভেদ বিশ্লেষণ করেছেন[৬]।

রূপ গোস্বামী যূথেশ্বরীগণের মতন সখীদেরও ১২-টি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। সখীদের মধ্যে কেউ বা বামা, কেউ বা দক্ষিণা, কেউ বা সমস্নেহা, কেউ বা অসমস্নেহা। সখীরাই রাধা-কৃষ্ণের মিলন সাধনের প্রধান উপায়। উদ্দীপন বিভাগে কৃষ্ণ ও তার প্রেয়সীদের গুণ, নাম, চরিত্র, ভূষণ প্রভৃতি বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়াও বংশীধ্বনি, শৃঙ্গধ্বনি, গীত, সৌরভ, ময়ূরপুচ্ছ, গুঞ্জামালা প্রভৃতি এই সম্বন্ধীয় বস্তু। গোবর্ধন, যমুনা, কুঞ্জ, কদম্ব প্রভৃতি তদাশ্রিত বস্তু এবং জ্যোৎস্না, মেঘ, শরৎ, বসন্ত প্রভৃতি তটস্থ বস্তুও উদ্দীপন করে।

অনুভাব প্রকরণে ২০ প্রকারের অলংকার, ৭ প্রকারের উদ্ভাস্বর ও ১২ প্রকারের বাচিক অনুভাব বর্ণিত হয়েছে। উদ্ভাস্বরের মধ্যে আছে নীবিবন্ধ খুলে যাওয়া, উত্তরীয় খুলে যাওয়া, চুল খুলে যাওয়া, হাইতোলা, গা-মোড়া দেওয়া, নাসার প্রফুল্লতা, নিঃশ্বাস ত্যাগ, গান করা, লোকের লজ্জা ত্যাগ করে কান্না করা প্রভৃতি। উদ্ভাস্বর নিয়ে রূপ গোস্বামীর পূর্বে রসশাস্ত্রে আলোচিত হয়নি।

রূপ গোস্বামীর মৌলিকতা দেখা যায় এই গ্রন্থের স্থায়ীভাব প্রকরণে। শৃঙ্গাররসে মধুরারতিকে স্থায়ীভাব বলে। রতি তিন প্রকারের সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা। যাতে সম্ভোগের ইচ্ছাই প্রধান কারণ তাই সাধারণী। পতিপত্নীর সম্পর্কের মধ্যে অভিমান থেকে সমঞ্জসা রতির উদ্ভব হয়; এতে কর্তব্যবুদ্ধিও থাকে, আবার সৌন্দর্য লালসাও জাগে—যেমন দ্বারকার মহিষীদের। সমর্থা রতিতে কৃষ্ণের সুখবাসনাই জেগে ওঠে। এতে

কুল, ধর্ম, ধৈর্য, লজ্জা প্রভৃতি সকল বাধা বিঘ্ন ভুলে যেতে হয়। সমর্থা রতি কেবলমাত্র ব্রজগোপীদের মধ্যে দেখা যায়।

রতি থেকে যথাক্রমে প্রেম, প্রণয়, মান, স্নেহ, রাগ, অনুরাগ ও মহাভাবের বিকাশ হয়। রতি বা ভালোবাসা নষ্ট হওয়ার কারণ থাকলেও যা কোন প্রকারেই ধবংস হয় না সেই নিশ্চল বন্ধনকে প্রেম বলে; যার ঘনত্ব অনুসারে পৌঢ়, মধ্য ও মন্দ এই তিন শ্রেণিতে বিভক্ত। প্রেম যখন মনের প্রদীপে প্রকাশ পেয়ে হৃদয়কে দ্রবীভূত করে তখন তা স্নেহনাম ধারণ করে। স্নেহ আবার দুই প্রকার—ঘৃতস্নেহ এবং মধুস্নেহ। ঘৃতস্নেহে নায়িকা নায়কের প্রতি কিছুটা সম্ভ্রম প্রকাশ করে, মধুস্নেহে নায়িকা মনে করে নায়ক তার নিজেরই। মধুস্নেহ অন্য ভাবের অপেক্ষা না করে নিজেই নিজের মাধুর্য প্রকাশ করে। ঘৃতস্নেহ কিন্তু অন্যভাবের প্রতি নির্ভর করে। মধুস্নেহ সমস্ত বাধাবিপত্তি অতিক্রম করার ক্ষমতা রাখে। যে স্নেহ যুগলকে নতুন মাধুর্য অনুভব করায় কিন্তু বাইরে বিপরীত ভাব ধারণ করে রাখে, তাকে মান বলে। উদাত্ত এবং ললিত ভেদে মান আবার দুই প্রকার। যুগলের সম্পর্কের মধ্যে বিশ্বাস গাঢ় হলে মান প্রণয়ে পরিণত হয়। বিশ্রম্ভই এই প্রণয়ের স্বভাব। মৈত্র ও সখ্য ভেদে বিশ্রম্ভ আবার দুই প্রকার। যেখানে সম্ভ্রম বোধ থাকে তাই মৈত্র আর সখ্য হল সম্ভ্রমবিহীন। প্রেমের উৎকর্ষ বশে যেখানে মনে অতিদুঃখকেও পরম সুখ বলে মনে হয়, তখন তার নাম রাগ। রাগ আবার নীলিমা ও রক্তিমা ভেদে দুই প্রকার। নীলিমা আবার নীলী ও শ্যামাভেদে দ্বিবিধ। রক্তিম রাগকে কুসুম্ভ ও মঞ্জিষ্ঠ এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যে রাগ কিছুতেই নষ্ট হয় না এবং যা অন্য কোন ভাবের অপেক্ষা রাখে না তাই মঞ্জিষ্ঠ রাগ। অনুরাগে পরস্পরের মধ্যে বশীভাব, প্রেমবৈচিত্ত্য বা প্রিয়জনের নিকটে থাকলেও বিরহবোধ এবং বিপ্রলম্ভেও যেন প্রিয়জন কাছে আছে এমন ভাব জাগে।

অনুরাগের পরের অবস্থা মহাভাব। মহাভাব রূঢ় ও অধিরূঢ় ভেদে দ্বিবিধ। স্তম্ভ, বৈবর্ণ্য প্রভৃতি অষ্টসাত্ত্বিক ভাববিকার কিছুতেই গোপন করা যায় না, তাই রূঢ় ভাব। রূঢ় মহাভাবের থেকেও অধিরূঢ় মহাভাব বেশি গভীরতর। অধিরূঢ় মহাভাব আবার মোদন ও মাদন ভেদে দুই প্রকার। অধিরূঢ় মোদন থেকেও উৎকৃষ্ট যে মহাভাব তাকে মাদন বলে। এটি কেবলমাত্র শ্রীরাধাতেই সর্বদা দেখা যায়। এই মাদন মহাভাবটি ললিতাদি প্রিয়নর্মসখীদেরও মধ্যে দেখা যায় না।

সাধারণী রতির সীমা প্রেম পর্যন্ত, সমঞ্জসার অনুরাগ পর্যন্ত এবং কেবলমাত্র সমর্থা রতিতেই মহাভাব সৃষ্টি হতে পারে। উজ্জ্বলনীলমণির শেষভাগে বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিপ্রলম্ভে পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস এই চারটি ভেদ আছে। সম্ভোগ সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমৎ ভেদে চার প্রকার।

'অলঙ্কারকৌস্তুভ'

'অলঙ্কারকৌস্তুভ' গ্রন্থটি রচনা করেন কবিকর্ণপূর। ১৫২৪ খ্রিষ্টাব্দে নদীয়ার কাঞ্চনপল্লীতে পরমানন্দ সেন বা কবি কর্ণপূরের জন্ম। শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্য শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র কর্ণপূর চৈতন্যের জীবনের উপর ভিত্তি করে 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক রচনা করেন। তবে ভক্তকবি কর্ণপূর 'অলঙ্কারকৌস্তুভ' গ্রন্থটি রচনা করে অলঙ্কার সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। গ্রন্থটি কারিকা এবং বৃত্তিতে রচিত। বৃন্দাবনচন্দ্রের উদ্দেশ্যে নমস্কার জানিয়ে গ্রন্থটির সূচনা হয়েছে। গ্রন্থটি দশটি কিরণ নামক পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম কিরণে মঙ্গলাচরণের পর কাব্যপুরুষের শরীর, প্রাণ, আত্মা বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় কিরণে শব্দস্বরূপ, বর্ণাত্মক শব্দ,

ধ্বন্যাত্মক শব্দ, আন্তর স্ফোট, বহিঃ স্ফোট, বাক্য স্ফোট, স্ফোট বিরুদ্ধ মত; যোগরূঢ় প্রভৃতি শব্দ; লক্ষণা এবং ব্যঞ্জনার স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয় কিরণে ধ্বনি নির্ণয় করা হয়েছে। চতুর্থ কিরণে গুণীভূতব্যঙ্গ্য নিরূপণ করা হয়েছে। পঞ্চম কিরণে রস, ভাবের ভেদ, নায়ক-নায়িকার লক্ষণ ও শ্রেণিভেদ বর্ণিত হয়েছে। ষষ্ঠ কিরণে গুণ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। সপ্তম কিরণে শব্দালঙ্কার, অষ্টম কিরণে অর্থালঙ্কার বিশ্লেষিত হয়েছে। নবম কিরণে রীতি নিয়ে আলোচিত হয়েছে; দশম কিরণে পদ, পদাংশ, বাক্য, দোষ প্রভৃতি দোষ নিরূপণ বিশদভাবেই করা হয়েছে। 'অলঙ্কারকৌস্তুভ' গ্রন্থের লেখক পরমানন্দ সেন লৌকিক ও অলৌকিক রসের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য রাখার চেষ্টা করেছেন।

'ষট্-সন্দর্ভ'

রূপ ও সনাতন গোস্বামীর নির্দেশে জীব গোস্বামী সম্বন্ধ তত্ত্ব ও প্রয়োজন তত্ত্ব নিরুপনের জন্য ভাগবতসন্দর্ভ রচনা করেন। এই ভাগবতে ছয়টি সন্দর্ভ থাকায় এর অন্য নাম ষট্ সন্দর্ভ। ছয়টি সন্দর্ভ হল যথাক্রমে—তত্ত্বসন্দর্ভ, ভগবৎসন্দর্ভ, পরমাত্মসন্দর্ভ, কৃষ্ণসন্দর্ভ, ভক্তিসন্দর্ভ এবং প্রীতিসন্দর্ভ। তত্ত্ব, ভগবৎ, পরমাত্ম ও কৃষ্ণসন্দর্ভে সম্বন্ধজ্ঞান, ভক্তিসন্দর্ভে অভিধেয়তত্ত্ব ও প্রীতিসন্দর্ভে প্রয়োজনতত্ত্ব নিরূপিত হয়েছে। জীব গোস্বামীর সমগ্র জীবনের মহান কাজ হল ষট্ সন্দর্ভ রচনা করা। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন অনেকটাই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই গ্রন্থের উপর নির্ভর করে।

তত্ত্বসন্দর্ভ নামক প্রথম সন্দর্ভে প্রধানত প্রমাণ নিয়ে আলোচিত হয়েছে। ভারতীয় দর্শনে স্বীকৃত প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, অর্থাপত্তি, অভাব, সম্ভব ও ঐতিহ্য প্রভৃতি প্রমাণ সমূহের মধ্যে একমাত্র শব্দ প্রমাণকেই জীব গোস্বামী গ্রহণ করেছেন। ভগবৎসন্দর্ভে ব্রম্ভ এবং ভগবানের স্বরূপ বিচার করা হয়েছে। পরমাত্মসন্দর্ভে পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সম্বন্ধ নিয়ে আলোচিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের প্রধান কথা আলোচিত হয়েছে। এই সন্দর্ভে কৃষ্ণের সঙ্গে গোপীগণের ও রাধার সম্বন্ধতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। ভক্তিসন্দর্ভে ভক্তির লক্ষণ, শ্রেণিবিভাগ ও ভক্তিবাদ নিয়ে আলোচিত হয়েছে। প্রীতিসন্দর্ভে মুক্তির স্বরূপ, ভগবৎপ্রীতি, ভক্তিরস, কৃষ্ণ-গোপী সম্বন্ধ প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। প্রাচ্য আলংকারিক মম্মট ভট্ট , বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রমুখ দেবাদিবিষয়ক রতিকে রস বলে স্বীকার করেননি।কিন্তু কৃষ্ণ বিষয়ক রতিও যে লৌকিক ভাব থেকে রসের অবস্থা প্রাপ্ত হয় তা জীব গোস্বামী তার 'প্রীতিসন্দর্ভে' প্রতিষ্ঠা করেছেন।

'ভক্তিরসায়ন'

ভক্তি রসের উপস্থাপনায় মধুসূদন সরস্বতীর 'ভক্তিরসায়ন' গ্রন্থটির ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। গ্রন্থটি মোট তিনটি উল্লাসে রচিত। তাঁর পূর্বের আচার্যদের মতামত উদ্ধৃত করে তিনি ঐ সমস্ত মতের বিরুদ্ধে যুক্তি দিয়েছেন। তাঁর মতে পরমানন্দ প্রকাশে অক্ষম হওয়ায় দেবাদিবিষয়ক রতিকে ব্যভিচারিভাব রূপেই ভরত মুনি প্রমুখ আচার্যেরা স্বীকার করলেও রসের মর্যাদা দেননি; সেই দেবাদিবিষয়ক রতি কিন্তু ইন্দ্রাদি দেবতার ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হওয়া উচিত, পরমাত্মা (ভগবৎ) সংক্রান্ত রতিতে অবশ্যই নয়। মধুসূদন সরস্বতীর মতে ভগবৎ বিষয়ক রতি পূর্ণতমা। এই রতি পরিপূর্ণ রসে উদীপ্ত সূর্যের আভার মতোই দীপ্যমান যার কাছে কান্তাদির প্রতি জোনাকির দীপ্তির মতোই ম্লান হতে বাধ্য। পরমাত্মা বা ভগবৎ বিষয়ক রতি অলৌকিক হওয়ায় অবশ্যই ভক্তিরসে উত্তীর্ণ হওয়ার যোগ্য। মধুসূদন বলেছেন—

> " বিশুদ্ধ রতি হইতে জায়মান ভক্তিরস বিশুদ্ধ, বৎসলরতি হইতে জায়মান ভক্তিরস বৎসল এবং প্রেয়োরতি হইতে জায়মান ভক্তিরস প্রেয়োভক্তিরস। ভগবদ্বিষয়ক রতি কখনও কখনও হাস্যরসাদি অপরাপর রসের বিভাব, অনুভব ও সঞ্চারীভাবের সহিত মিলিত হয়। তখন বিচিত্র বর্ণের পুষ্পনির্মিত মাল্যের ন্যায় উহাও বিচিত্র রসভাব প্রাপ্ত হয়। যখন অপরাপর রসের বিভাবাদির সহিত সম্বন্ধে থাকে না, তখন শ্রীভগবানের স্বরূপ মাত্রাবলম্বিনী রতি লোকপ্রসিদ্ধ নব রসের অতিরিক্ত দশম রস রূপে অভিব্যক্ত হয়।"[৭]

মধুসূদন সরস্বতীর বলেছেন, চিত্তে প্রতিবিম্বিত বিষয়টি অবিনশ্বর; মনের মধ্যে প্রবিষ্ট বস্তবিশেষের আকার অর্থাৎ চিত্তের আকারই স্থায়ীভাব। বিভাব, অনুভব ও ব্যভিচারী ভাব দ্বারা পরমানন্দ রূপে অভিব্যক্ত হলেই রস হয়।

শ্রীরূপ গোস্বামী 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে ভক্তি এবং ভক্তির বিভিন্ন ভেদ, ভক্তিরস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি 'ভক্তি'কে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন সাধনভক্ত, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি। সাধনভক্তির দ্বারা ভাব ও প্রেম জাগ্রত হয়। এই ভাবভক্তি রতি। ভাবভক্তিই বৈষ্ণব অলংকার বিষয়ক গ্রন্থে রতি নামে পরিচিত। বাঙালি রসতাত্ত্বিকগণ প্রথম সংস্কৃত ভাষা মাধ্যমে ভক্তিরস এবং পঞ্চরস প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক কার্য সম্পন্ন করেছিলেন পরবর্তী সময়ে বাংলা ভাষাতেই রসতাত্ত্বিকগণ অলংকার শাস্ত্রের বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। বৈষ্ণব দর্শনে পরমাত্মা প্রাপ্তির প্রথম সোপান স্বার্থত্যাগ ও আত্মোৎসর্গ । এই চরম সত্যটি অবতারণার জন্যই বৈষ্ণব দার্শনিক ও ধর্মশাস্ত্র প্রণেতাগণ পরকীয়ার রতিকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ তাহার 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের আদিলীলা অত্যন্ত নিপুণ ভাবে কাম ও প্রেমের প্রদর্শন করেছেন ---

"কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ
লৌহ আর হিম যৈছে স্বরূপ-বিলক্ষণ
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম
কৃষ্ণেন্দু প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম
কামের তাৎপর্য নিজ সম্ভোগে কেবল
কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য মাত্র প্রেমেতে প্রবাল।"
('শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-আদিলীলা)

শ্রীমদ্ভাগবতের মূল সত্যকে কেন্দ্র করে 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচনা করা হয়েছিল।

ভরতমুনি প্রণীত রসতত্ত্ব এবং বৈষ্ণব রসতত্ত্বের মধ্যে প্রকৃত ও অপ্রকৃত বিভেদ লক্ষ্য করা যায়। বৈষ্ণব আচার্যগণ আনন্দচিন্ময় রসস্বরূপ প্রেমকেই ধর্ম বলেছেন---- প্রেম ভক্তির পরিণতি মাত্র। বৈষ্ণব রসতাত্ত্বিকগণ রসকে আধ্যাত্মিক জগতের শীর্ষে নিয়ে গিয়েছেন এবং অপ্রাকৃতিক ভগবত বিষয়ক অলৌকিক রসের বিশ্লেষণে আত্মনিয়োগ করেছেন।

তথ্যসূত্র:

১) গোস্বামী , শ্রীরূপ, শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীভক্তিরক্ষকশ্রীধর দেব গোস্বামিনা(সম্পাদক), পূর্ব্ব-বিভাগ, সামান্যভক্তিঃ, ত্রিদন্তিভিক্ষুণা শ্রীভক্তিসুন্দর- গোবিন্দেন প্রকাশক, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৩৯৬, পৃষ্ঠা-১১

২) পূর্বোক্ত – ৩৮

৩) গোস্বামী , শ্রীরূপ, শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীভক্তিরক্ষকশ্রীধর দেব গোস্বামিনা(অনুবাদক), দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিম বিভাগ, শান্তভক্তিরসঃ,পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা -৮

৪) গোস্বামী , শ্রীরূপ, শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়(অনুবাদক), কল্পনা প্রেস(প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৭২, পৃষ্ঠা – ৪

৫) পূর্বোক্ত –১২

৬) পূর্বোক্ত – ৪৮

৭) মুখোপাধ্যায়, রমারঞ্জন, *রসসমীক্ষা,* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৩৮৪, পৃষ্ঠা – ১৭২-১৭৩

গ্রন্থপঞ্জি

১) বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশ চন্দ্র ও ছন্দা চক্রবর্তী (অনুবাদক), ভরত নাট্যশাস্ত্র, নবপত্র, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, মে ২০১৪,

২) গোস্বামী, শ্রীরূপ, শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রী হরিদাসদাসেন(প্রকাশিত), সংস্কৃত বুক ডিপো ,কলকাতা, প্রথম প্রকাশ আষাঢ়, ১৪২৩

৩) গোস্বামী, শ্রীরূপ, উজ্জলনীলমণি, শ্রী রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন (অনুবাদক) , তারা লাইব্রেরী, কলকাতা, পুনঃ মুদ্রিত, আশ্বিন ১৪২১

৪) রায়, উমা, গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসের লৌকিকত্ব, দে’জ, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ২০০০

৫) মুখোপাধ্যায়, রমারঞ্জন, *রসসমীক্ষা,* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৩৮৪

৬) জানা, নরেশ চন্দ্র, বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী, দে’জ, কলকাতা, ১৯৭০

৭)ভট্টাচার্য্য, বিষ্ণুপদ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভক্তি রস ও অলংকারশাস্ত্র, আনন্দ প্রকাশন্ কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪২২

৮)দাস, ড, ক্ষুদিরাম, বৈষ্ণব রস-প্রকাশ, দেশ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল ২০০৯

৯) গোস্বামী, শ্রীরূপ, শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ(অনুবাদক), ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট নদীয়া,-পশ্চিমবঙ্গ, ১৭তম মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০১৬

১০) গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত) পি.সি. মজুমদার এন্ড ব্রাদার্স, কলকাতা, ১৯৪১